এগিয়ে এসেছে মানবতা

মানুষ নামের পশুদের নির্মম বর্বরতায় বাঙালির রমনায় ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ উৎসবে নয়জন নিরীহ মানুষ নিহত হলেন। পহেলা

বৈশাখের সকালে বোমায় আরো আহত হলেন পঁচিশজন। টেলিভিশনে এই বর্বরতার দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে পড়ল সচেতন বিবেক। টেলিভিশনে জানানো হলো আহতের সাহায্যে রক্তের আবেদন। হাজার হাজার মানুষ মেডিকেলে আহতদের রক্ত দিতে ছুটে এল। ছাত্র ইউনিয়ন আহতদের চিকিৎসার জন্য কয়েক ঘন্টার মধ্যে পনেরো হাজার টাকা তুলল। পহেলা বৈশাখে উৎসবের জন্য আনা টাকাটা অনেকেই তুলে দিল ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের হাতে। সারা দেশ থেকে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। ধিক এই বর্বরতা। জয় হোক মানবতার।

টুলটুল
পরিবেশ ও ভূগোল বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুরোধ

আমরা ছয় বন্ধু একটি বাসা ভাড়া করে এক সাথে থাকি। বলতে গেলে আমরা যেখানে থাকি সেটি ব্যস্ততম এলাকার একটি। সবাই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছি। প্রায় সময়ই আমাদের পরীক্ষার কারণে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এই এলাকায় প্রতিদিন বিয়েসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের কারণে প্রায় প্রতিটি পরিবারকে নরক যন্ত্রণায় রাত কাটাতে হচ্ছে। যেদিন বিয়ের প্রোগ্রাম থাকে সেদিন রাত বারোটা থেকে সকাল পর্যন্ত ব্যান্ডের উচ্চ শব্দের কারণে সবারই ঘুমের ব্যাঘাত সহ অন্যান্য কাজের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমানে বিয়ে মানেই হচ্ছে ব্যান্ডের গান আর তান্ডব নৃত্য। শুধু তাই নয়, প্রায় সময় দেখা যায় তারা মাইক লাগিয়ে উচ্চ ভলিউমে চারদিকে তার সুর ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না আশপাশে যারা থাকে তাদের ক্ষতি হচ্ছে কিনা! আমরা জানি না, এ জন্য কোনো আইন আছে কিনা। যদি থেকে থাকে, তাহলে চট্টগ্রাম পুলিশ প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে এ জন্য পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করছি।

ইকবাল পাশা
৮ নং শাহেনশাহ মার্কেট
চকবাজার, চট্টগ্রাম

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীপে

একটি সরকারের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। সরকার নিজেই বারবার স্বীকার করেছে আইন-শৃঙ্খলা তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব কার? দুষ্কৃতকারীরা সন্ত্রাস করবে এটাই স্বাভাবিক। তাহলে পুলিশ বাহিনী কি জন্যে? শুধুই দুর্নীতি করার জন্যে? তাদের আর কি কোনো কাজ নেই? দুর্বিনীত পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কার? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেনটা কি? তিনি তো দশ হাত মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসী ধরে আনার হুঙ্কার দিয়েছিলেন। তিনি সন্ত্রাস দমন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে তার কি উচিত নয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেয়া? দেশের মধ্যে এসব হচ্ছেটা কি? জনগণের কথা ভাববে কে? তারা কি নিরাপদে বসবাস করতে পারবে না? তাহলে সরকার কি জন্য? এসব প্রশ্ন করাও নিরর্থক। জনগণের কথা কেউ শোনে না। কেউ জনগণের জন্য নয়।

শিউলি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

আমেরিকার পুলিশ

১. আমেরিকাতে যে কোনো বিপদে আপনি পুলিশে সংবাদ দিলে ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার সাহায্যে পুলিশ পৌছে যাবে। বাংলাদেশের পুলিশ সংবাদ পাবার ৫ ঘন্টা পরও আসবে না। ২. আমেরিকাতে পুলিশ জনসাধারণকে সম্বোধন করে স্যার বা বস বলে। এদেশের পুলিশ 'তুই' এবং নিম্নশ্রেণীর জন্য 'শালা' বলে। ৩. আমেরিকাতে পুলিশ গাড়ির কাগজপত্র চেক করে গাড়ি রাস্তার পাশে নিয়ে। বাংলাদেশে পুলিশ রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে কাগজপত্র চেক করে। সেজন্য যানজট হয়। ৪. আমেরিকাতে পুলিশ অপরাধীদের মারে না এবং পুলিশ অপরাধ করলে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। এ দেশে তা হয় না।

শিশির কুমার
ঢাকা-১২১৬

একজন ব্র্যাডম্যান

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৪৩তম সংখ্যায় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে চমৎকার লেখাটি পড়ে ভালো লাগলো। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের মতো মহান একজন ক্রিকেটারের বড় প্রয়োজন ছিল। ম্যাচ পাতানো আর ঘুষ গ্রহণের কেলেঙ্কারিতে যখন ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে চলেছে তখন এই মহান ক্রিকেটারের বিদায় ক্রিকেটের ঔজ্জ্বল্যকে আরো ম্লান করে দিলো। বর্তমানে ক্রিকেটের যে ক্রান্তিলগ্ন চলছে তার বিদায় যেন সেটিকে আরো জোরালোভাবে মনে করিয়ে দিলো। সাপ্তাহিক ২০০০কে আবারো ধন্যবাদ স্যার ডন ব্র্যাডম্যান সম্পর্কিত তথ্যবহুল ফিচারটির জন্য।

মোঃ সাব্বির ভূঁইয়া
সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, (B.Pc), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ৮৩-৮৮, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

এসব হচ্ছেটা কি!

বর্তমানে এমন একটা অরাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে রাজনীতিতে যে, এসব নিয়ে কথা বলতেও আর ভালো লাগে না। দেশের প্রধান দুটি দলের বিজ্ঞ (!) নেতৃবৃন্দ একজন অন্যজনকে মিথ্যাবাদী, হেন-তেন বলে গালাগালি করেন। বিএনপি বলছে, এ সরকার ভারতের দালাল (তাদের মতে)। এও বলছে, সরকার দেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়। অপরদিকে আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপি হচ্ছে রাজাকারদের দালাল, মৌলবাদের স্বর্গ। তাদের মতে, বিএনপি দেশকে পাকিস্তানের প্রদেশ বানাতে চায়। এমনকি দু'দলের চেয়ারপার্সনও এ ধরনের কথা হরহামেশাই বলেন। দেশ আজ স্বাধীন, মুক্ত। একটা স্বাধীন দেশ কি করে প্রদেশ হতে পারে কিংবা বিক্রি হতে পারে? শেখ মুজিবকে নিয়ে সরকার এতটাই টানাটানি করছে যে, তার মত গ্রেট নেতা স্রেফ একজন দলীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। এটা মোটেও সুখকর নয়।

Prince, BD. Bank Colony

ঈশ্বরের কাছে খোলা চিঠি

মহামান্য ঈশ্বর।
আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন।
আমি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি হয়ে আজ আপনার রাজদরবারে চিঠি লিখছি।
প্রভু।
মুক্তিযোদ্ধারদের সঙ্গে নিয়ে আপনার দোজখে থাকবো সেও স্বীকার, কিন্তু গোলাম আযমের মতো একটা জঘন্য রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার বেহেস্তেও যাবো না।
আপনার ঐ স্বর্গে যদি একটা রাজাকার থেকে থাকে
আমি পৃথিবীর সব মীরজাফরগুলোকে দোজখ থেকে টেনে এনে,
আপনার ঐ স্বর্গের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকবো।
ভাবছেন, হারতালের ফর্মুলা?
ওটা আমি পেয়ে গেছি
শেখ হাসিনা ও খালোদা জিয়ার কাছ থেকে।
ক্ষমা করুন আলাপপনা।
আমার এই স্পর্ধাটুকু।

জিয়াউল আফসান/অনু , Ateo-A.P.M.S-J.I.P, Po Box-1298 Jeddah-21431, K.S.A

হাত বাড়িয়ে দিন

একটি মানুষ
তার সৃষ্টিশীল মন, একটি হাত আর কলম,
বেরিয়ে এসেছে হাজারো সৃষ্টিশীল নন্দিত
লেখা এবং 'আমাকেও মনে রেখো' নামক
সাবলীল ভাষায় গদ্য রচনার বই।
যার সৃষ্টিশীল মন থেকে বেরিয়ে আসতো
নন্দিত লেখা, সেই 'কমল মমিন' আজ জটিল
ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে
যাচ্ছে, মৃত্যুর হিম তাকে কাছে টানছে-কী
ভয়াবহ! একি ভাবা যায়?
সৃষ্টিশীল মনের মানুষটি আমাদের এভাবে
ফাঁকি দেবে তাতো হবার নয়, অমিতের
মত 'কমল মমিন'কেও বাঁচিয়ে রাখতে চাই,
তার সৃষ্টিশীল লেখার প্রত্যাশায়।
চাই, নির্জন মমিনের বাবাকে সুস্থ করে, ওর
মুখে হাসি ফোটাতে,
এগিয়ে আসুন সবাই সহযোগিতার হাত
বাড়িয়ে।

মারুফ সেজান
ফিল্যান্স সাংবাদিক, কাজীবাধা,
মাটিপাড়া, রাজবাড়ি-৭৭০০

প্রসঙ্গ : মাদ্রসা শিক্ষা

আমার এই চিঠিটি বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪১-এ প্রকাশিত প্রিন্স-এর প্রতিবাদ। তাঁর লেখাটা প্রথম দিক থেকে পড়ে ভালোই লাগছিল, কিন্তু শেষে এসে খুবই আহত হলাম। যখনি তিনি মাদ্রাসা নামক ভিন্নধারার একক ব্যবস্থার বৈধতা বাতিল করার প্রশ্ন তুললেন তখনই আমার খারাপ লাগলো। কেন না, মেনেই নিলাম মাদ্রাসার ছাত্ররা নির্মম রাজনীতির শিক্ষা নিচ্ছে অথবা উগ্র মৌলবাদের জন্ম দিচ্ছে। তথাপি ঢালাওভাবে আপনি তো আর সবাইকে দোষ দিতে পারেন না। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি মুসলমান কি না। আপনার নামে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। এমনকি লেখাতেও।

ইসমাইল আলম
পটিয়া চট্টগ্রাম

চুরি সমাচার

শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাটতিই বিদ্যুৎ সংকটের কারণ নয়। বিদ্যুৎ চুরি, অবৈধ সংযোগ ও দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের জীর্ণদশাও এ সংকটের প্রধান কারণ। তাই শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লেই সমস্যার সমাধান হবে না, যদি না উৎপাদিত বিদ্যুৎ ঠিকভাবে গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে দেয়া যায়। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার যখন বিদ্যুৎ সংকট কাটাতে জরুরি ভিত্তিতে বার্জ মাউন্টেড ও অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়, তখন বিশ্বব্যাংক এর বিরোধিতা করেছিল এবং বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে বিদ্যমান সঞ্চালন লাইনের উন্নয়ন ও সিস্টেম লস কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলো। বাস্তবিক, দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের জীর্ণদশার কারণে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের ব্যাপারে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। তারপর আছে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও চুরি।

আবু তাহের লিমন
রামনগর, দিনাজপুর

সীমাহীন স্ববিরোধিতা

ক্যান্সার। পৃথিবীর সবচেয়ে আতঙ্কজনক শব্দগুলির একটি। কমল মমিন ক্যান্সারাক্রান্ত। তার জন্য আমার শুভকামনা রইল– ভাল হয়ে উঠুন তিনি। এবার অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। বাংলাদেশে সব ধরনের ক্যান্সারাক্রান্ত রোগীদের ৬৫ শতাংশই তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের কারণে আক্রান্ত হন এই রোগে। আমি মনে করি এটা স্ববিরোধিতা যে সিগারেটের প্যাকেট বা তামাকের গায়ে 'এটি সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' লিখেও কিছু রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে তা বিক্রির অনুমোদন দেয়া। অন্য কোনো ভোগ্যপণ্য যদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় (যেমন– আপেল, ভোজ্য তেল, খনিজ পানি) তাহলে সরকার তা বাজারে বিক্রির অনুমতি দেবে এই শর্তে যে লিখে দাও 'এগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর?' তাহলে সিগারেট বা জর্দার ক্ষেত্রে কেন অনুমতি দেয়া হবে? ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমন যে স্কুলগামী এক কিশোরের হাতে থ্রি এক্স ফিল্মের ক্যাসেট তুলে দেয়া যে 'এটা দেখোনো, এটা তোমার নৈতিক চরিত্রের ক্ষতি করতে পারে।'

মনোজ ভৌমিক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপদেশ নয়, আবেদন

প্রসঙ্গ ১৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল বিরোধী আওয়ামী সাংসদ ইকবালের নেতৃত্বে শান্তি মিছিল থেকে গুলিবর্ষণ। এই গুলিবর্ষণ নিয়ে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীগণ যে সমাধান দিচ্ছেন, তা নিয়ে আমার মত অতি নগণ্য একজন নাগরিকের মনে মানুষ সম্পর্কেই নানান প্রশ্ন জাগছে। তা ছাড়া দেশ-বিদেশের সেই প্রখ্যাত কলাম লেখকদের জবাবে ১৩ মার্চ দৈনিক প্রথম আলোর লেখা বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের চীফ ফটো জার্নালিস্ট একেএম মহসীনের লেখা পড়ে মানুষ সম্পর্কে আমার এই মত প্রকাশে আরো বেশি করে ক্ষোভ জন্মায়। আমার মতে আবিষ্কারের মূলে আমরা মানুষই মাধ্যম। প্রাণ হরণকারী আবিষ্কার অস্ত্র, দলিল হিসাবে চিহ্ন ধারণকারী আবিষ্কার ক্যামেরা। এখন আমার বক্তব্যে সব কিছুরই একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এই দুই আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতির কারণে শাসক দলীয় বুদ্ধিজীবীদের ওকালতিই তার প্রমাণ। একজন বলছে সাবোটাজ, আরেকজন বলছে ছবি বিভ্রান্তি। আমার কাছে শাসকদলীয় বুদ্ধিজীবীদের ঐ ১৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনার মায়াকান্নার জন্য বলতে ইচ্ছা করে যে, আপনারা নিজেদের গায়ে চিমটি কেটে দেখুন, মান আর হুঁশ সংবলিত যে প্রাণী, সেই মানুষ নামক প্রাণীর যথাস্থানে আপনারা আছেন কি না?

মোঃ জিল্লুর রহমান (রিপন)
৪৪/এ, কৃষ্টপুর, স্বপন ভিলা
ময়মনসিংহ

সংস্কৃতির বিদায়

আচলের চাবি। ফুরিয়ে গেছে তার দিন। নেই আর কদর। চোখেও পড়ে না তার ব্যবহার। এক সময় আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে আঁচলের চাবির ব্যবহার ছিল বহুল। গ্রামেগঞ্জে অন্য আর পাঁচটি অলংকারের মধ্যে আঁচলের চাবির অবস্থান ছিল ব্যাপক। গ্রামের গৃহবধূদের শাড়ির আঁচলে এর ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। বিশেষ কোনো দিনে তাদের লাল, নীল, মাল্টি কালারের শাড়ির আঁচলে 'আঁচলের চাবি' শোভা পেত। কর্মকারেরাও এ অলংকারটি নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করতো। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ধারায় আমাদের সংস্কৃতি থেকে 'আঁচলের চাবি' নামক এ অলংকারটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির যুগে বিদেশী সংস্কৃতি উড়ে এসে ঠাঁই করেছে আমাদের সংস্কৃতিতে। সে সংস্কৃতি পৌঁছে গেছে গ্রামগঞ্জের সর্বত্র। এখন গ্রামের বধূরাও বিদেশী ফ্যাশনে বিশ্বাসী। এ কারণে তারা 'আঁচলের চাবি'র ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে।

আমিনুল হক
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

গ্রামীণ ফোনের তুঘলকি কান্ড

গ্রামীণ ফোন কোম্পানি নিম্নতম গ্রাহকের স্বার্থ বিবেচনা করছে না। কোম্পানির কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে মুনাফা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। গ্রামীণ ফোন গ্রাহকদের ভোগান্তির যেন অন্ত নেই। গ্রাহক সেবার ফোন নম্বর ১২৩তে কয়েক ঘন্টা চেষ্টার পরেও পাওয়া যায় না। ২/৩ ঘন্টা নিরন্তর চেষ্টা করে পাওয়া গেলেও শুনতে হয় তাদের কাছ থেকে অযৌক্তিক যুক্তি। গ্রাহকদের বিল মাসের ১ তারিখে দেয়ার সর্বশেষ তারিখ দেয়া হয়। অথচ এদেশের বেসরকারি ও সরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের বেতন ১ তারিখে সাধারণত হয় না। হরতালের কারণে এ মাসে নির্ধারিত সময় অনেকে বিল দিতে পারেনি। অথচ পূর্ব সতর্কীকরণ ছাড়াই লাইন সংযোগহীন করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সংযোগ নিয়মিত না পাওয়া ও কথা না বোঝার সমস্যা। তারা ন্যাশনাল পোস্ট ফেইড সার্ভিসে এক সেকেন্ড কথা বললেও এক মিনিটে সাত টাকা কেটে নেয়। গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনা না করে তারা মূলত এদেশে শুরু করেছে মনোপলি ব্যবসা। সরকারের যেনো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রামীণ ফোন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনা করে একটু বিবেকমান হোন। আমরা জানতে পেরেছি আপনাদের চাপের কারণেই টিএন্ডটি বেসরকারিভাবে মোবাইল ফোন ছাড়তে বিলম্ব করছে। অবিলম্বে টিএন্ডটির মোবাইল ফোন ছাড়া হোক।

উজ্জ্বল আচার্য, প্রভাষক, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়